ভূমিকা

(১)

সন্তোষকুমার ঘোষের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে, ১৯২০ সালে। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়পর্বকে সমাজ-সাহিত্য-রাজনীতি-ইতিহাসের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), চৌরিচৌরার ঘটনা (১৯২২), সাইমন কমিশন (১৯২৭), লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু (১৯২৮), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আর এই উত্তাল রাজনৈতিক সময়পর্বের মধ্যেই সন্তোষকুমার ঘোষ বড়ো হয়ে উঠেছেন তথা বাল্য-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত করেছেন। ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার ঘোষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সময়পর্বের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ, তাঁর পাঁচটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসেই ('নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক' ও 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে') এই বাল্য-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি ঘুরে-ফিরে এসেছে। লেখকেরা যা দেখেন, অনুভব করেন, তাকেই নিজ শিল্পগুণে সাহিত্যে রূপদান করেন। সন্তোষকুমার ঘোষও ঠিক তাই করেছেন। তবে এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখবার বা সাহিত্যে রূপদান করবার যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য, তা মূলত দু'রকম— (এক) রাজনৈতিক আন্দোলনের বর্ণনা ও তার ভয়াবহতাকে তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'নানা রঙের দিন' উপন্যাসে লেখক তৎকালীন স্বদেশি আন্দোলন ও ইংরেজের দমননীতিকে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তুলে ধরেছেন। (দুই) রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার ভয়াবহতা সমাজ তথা সাধারণ জনমানসে যে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে বা যে পরিবর্তন সাধন করে, তাকে তুলে ধরা। এ প্রসঙ্গে 'সময়, আমার সময়' উপন্যাসটি উল্লেখ্য। সন্তোষকুমার ঘোষের কাছে ব্যক্তিত্ব মূল্যবান। তিনি ব্যক্তি বা চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে উপন্যাসে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজ অপেক্ষা। উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ চরিত্রের বিকাশের পক্ষে

অনেকাংশে সহায়ক হয়ে উঠেছে। ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘সুধার শহর’ এই ভাবনারই প্রতিফলন। আবার পুরুষ চরিত্রের তুলনায় লেখক নারীচরিত্র সৃষ্টিতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। উপন্যাসে বর্ণিত অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রগুলি নারীচরিত্রের বিকাশকে পূর্ণতা দান করেছে। ‘কিনু গোয়ালার গলি’, ‘রেণু, তোমার মন’, ‘ফুলের নামে নাম’, ‘ফুল নদী পাখি’, ‘নিশীথ রাতে’— উপন্যাসগুলিতে লেখকের নারীভাবনার পরিচয় স্পষ্ট।

(২)

এখন প্রশ্ন হলো, গবেষণার বিষয় হিসাবে ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার ঘোষকে কেন বেছে নিয়েছি বা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কোথায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য। সন্তোষকুমার ঘোষের সমকালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, ননী ভৌমিক প্রমুখ অনেক লেখকই এসেছেন কথাসাহিত্যে। তবে সন্তোষকুমার ঘোষ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর অবস্থান, সমাজে প্রতিষ্ঠার লড়াই প্রায় সকলেরই রচনায় উঠে এসেছে। অর্থনৈতিক সংকট, অস্তিত্বরক্ষা ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় নারী গৃহের শিকল ছিন্ন করে বাইরের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘বারো ঘর এক উঠোন’, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘দূরভাষিণী’ উপন্যাসে নারীর কর্মজীবনের প্রসঙ্গ থাকলেও সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর ‘কিনু গোয়ালার গলি’ উপন্যাসে শকুন্তলা, গীতা, ললিতা, অণিমা, স্টেলার সেবিকার দ্বন্দ্ব-সংগ্রামমুখর কর্মজীবনকে কেন্দ্র করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাকে যেভাবে উপন্যাসে রূপদান করেছেন, অন্যরা তা করেননি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখকের উপন্যাসে নরনারীর প্রেমজ সম্পর্ক অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষ প্রেমকে কখনোই তাঁর উপন্যাসে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেননি। প্রেমের প্রসঙ্গে বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের ব্যাপারটাই তাঁর লেখায় বেশি করে উঠে আসে। ‘কিনু গোয়ালার গলি’তে ইন্দ্রজিৎ ও শান্তির মধ্যে কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ‘সুধার শহর’ উপন্যাসে অতসী ও

আদিত্যের সম্পর্ক নিছকই দৈহিক। আবার 'নিশীথ রাতে' উপন্যাসে লেখক প্রেম-ভালোবাসাকে সময়ের অপচয় বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থনৈতিক সংকটের চিত্র অঙ্কনেও সন্তোষকুমারের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণেই পপ্‌লার পার্ক থেকে ভবানীপুর, বউবাজার হয়ে নীলাদের পরিবার কিনু গোয়ালার গলিতে এসে উঠেছে। আবার 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে দেখা যায় সুরুচি ও শিবনাথও এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই বেলেঘাটার বস্তির বারো ঘর এক উঠোনে এসে উপস্থিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণেই ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছে শান্তি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্তোষকুমার ঘোষ উভয়েই অর্থনৈতিক সংকটের করুণ চিত্রকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখাননি, দেখিয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তাইতো মণীন্দ্র-শান্তি, নীলা ও শকুন্তলা সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের উদ্দেশ্যে কিনু গোয়ালার গলি ছেড়ে চলে যায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকগণ কাহিনিপ্রধান উপন্যাসকে বাদ দিয়ে চরিত্রের অন্তর্মুখী জীবনকেই উপন্যাস রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্মাণ করেন। বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নায়ক চরিত্রের অন্তর-বিশ্লেষণে সার্থক হয়েছেন সত্য। কিন্তু সন্তোষকুমার নায়ক চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে আত্মজীবনকেই ব্যক্ত করেছেন, যা অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেয়। 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক', 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে'— এই ধরনের উপন্যাস।

সুতরাং দ্বন্দ্ব-সংগ্রামমুখর কর্মজীবন, ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য, আর্থিক সংকট ও উত্তরণের চিত্র, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, প্রথাবিরুদ্ধ প্রেমভাবনা ও আত্মজীবনকে উপন্যাসে রূপদান করার যে কৌশল, তাই তাঁকে স্বতন্ত্র করে দেয় সবার থেকে। আবার বিপর্যস্ত ও অবক্ষয়িত জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়েও এক সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা, তাও সন্তোষকুমারের স্বাতন্ত্র্য। তাই আমার মনে হয়, যিনি জীবনের যন্ত্রণা ও পঙ্কিলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও এক সুন্দর জীবনের,

অন্ধকার থেকে আলোর প্রত্যাশা করেছেন— তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার কথা।

(৩)

এবারে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা ও গবেষণাকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরে বর্তমান গবেষণাকর্মের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য নির্দেশ করা হলো।

বীরেন্দ্র দত্তের 'সন্তোষকুমার ঘোষ : এক ব্যতিক্রমী কথাকার' গ্রন্থটিতে সন্তোষকুমার ঘোষের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা বর্তমান গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে। এছাড়াও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে : বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস', কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর 'কথাসাহিত্যের নতুন পাঠ', সঙ্গীতা সাহার 'জননী ভাবনা : সতীনাথ ভাদুড়ী ও সন্তোষকুমার ঘোষ' গ্রন্থগুলিতে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়।

আমার জানা মতে, ইতিপূর্বে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে একজন এম.ফিল. ও দু'জন পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন করেছেন। সমরেশ দাস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প নিয়ে এম.ফিল করেছেন। তিনি গবেষণাকর্মটিকে পরবর্তীতে 'সমাজ ও সময়ের আলোয় সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গবেষণাকর্মের বিষয় সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটোগল্প এবং বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয় লেখকের উপন্যাস, তাই দু'টি গবেষণাকর্মের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

অধ্যাপক অলোককুমার চক্রবর্তী মহাশয় ১৯৯৯ সালে সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'সন্তোষকুমার ঘোষ : জীবন ও সাহিত্য'। গবেষণাকর্মটি পরবর্তীতে 'সন্তোষকুমার ঘোষ : কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয়েছে। তিনি সন্তোষকুমার ঘোষের জীবন ও সমগ্র সাহিত্য সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর পূর্ণাঙ্গ গবেষণাকর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর গবেষণাকর্মের বিষয় সন্তোষকুমার ঘোষের কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, দিনলিপি সমস্তই, আর বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয় শুধুমাত্র উপন্যাস। অলোককুমার চক্রবর্তী মহাশয় সন্তোষকুমার ঘোষের সামগ্রিক সাহিত্যিক সত্তাকে তুলে ধরেছেন, আর বর্তমান গবেষণাকর্মে সন্তোষকুমার ঘোষের ঔপন্যাসিক সত্তার যথার্থ মূল্যায়নের একটা প্রয়াস রয়েছে। অলোককুমার চক্রবর্তী মহাশয় সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঁচটি পরিচ্ছেদে সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন—

এক. 'উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ'

দুই. 'সমাজ ও সময়ের মাত্রা : সন্তোষকুমারের উপন্যাস'

তিন. 'আত্মজৈবনিকতা ও সন্তোষকুমারের উপন্যাস'

চার. 'অপ্রধান উপন্যাস ও বড়ো গল্প'

পাঁচ. 'উপন্যাসের শিল্পরীতি'

দু'টি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলা যায়—

প্রথমত, বর্তমান গবেষণায় উপন্যাসের শ্রেণিবিন্যাস ও অপ্রধান উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়নি, যা পূর্ববর্তী গবেষণায় দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে সমাজ ও সময়চেতনা উঠে এসেছে পূর্ববর্তী গবেষণায়, আর বর্তমান গবেষণায় বর্ণিত হয়েছে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও সমাজের দ্বন্দ্বে কীভাবে ব্যক্তিত্ব অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, নারীকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি পূর্ববর্তী গবেষণায় কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে নারীভাবনাকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় নির্মাণ করা হয়েছে।

চতুর্থত, সন্তোষকুমার ঘোষের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করা হয়েছে পূর্ববর্তী গবেষণায়, অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু, আত্মজৈবনিকতা ও লেখকের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর বর্তমান গবেষণায় লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে উপাদানগুলি উপন্যাসের গভীরে ছড়িয়ে রয়েছে, সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে অন্বেষণ করে যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চমত, উপন্যাসের শিল্পরীতি বা নির্মাণকৌশল আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি গবেষণাতেই উপন্যাস বিচারের বিভিন্ন উপাদান অর্থাৎ প্লট নির্মাণ, বর্ণনারীতি, দৃষ্টিকোণ, সময় ব্যবহার ও ভাষারীতিকে অবলম্বন করা হলেও পূর্ববর্তী গবেষকের ন্যায় বর্তমান গবেষণাকর্মেও গবেষকের নিজস্বতা সর্বত্র বজায় রয়েছে।

দু'জন মানুষের ব্যক্তিসত্তা যেহেতু ভিন্ন, তাই উভয়ের চিন্তা-চেতনা, লেখার ধরন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে আলাদা হবে সেটাই স্বাভাবিক।

গবেষক সুব্রত দাস ২০২২ সালে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে বাঙালি জীবনের অবক্ষয় : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন'। সন্তোষকুমার ঘোষের কথাসাহিত্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগের চিত্র, দারিদ্র, বেকারত্ব, নীতি-বিশ্বাস, প্রেমের অবক্ষয় ও মৃত্যুচেতনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তাঁর গবেষণাকর্মে উঠে এসেছে। গবেষক সুব্রত দাসের গবেষণাকর্মের সঙ্গে বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয়গত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিস্তর।

সন্তাষকুমার ঘোষের ব্যক্তিজীবন, উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট, উপন্যাসে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও সমাজের দ্বন্দ্ব, নারী সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা, আত্মজীবনের ব্যবহার ও গঠনকৌশল সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষের ঔপন্যাসিক সত্তার যথাযথ মূল্যায়ন করাই বর্তমান গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য।